আধুনিক

জাহেলিয়াত

(মুসলিম সমাজে চলমান জাহেলিয়াত ও প্রচলিত ভুলভ্রান্তির সংশোধনী)

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ হুমায়ুন কবির

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় **জাহেলিয়াত পরিচিতি**	**১৫**
পবিত্র কুরআন মাজিদে জাহেলিয়াত শব্দের প্রয়োগ	১৬
বর্তমান অবস্থা কি জাহেলিয়াত	১৯
জাহেলিয়াত থেকে বাঁচার দুআ	২১
জাহেল কে	২২
জাহেলের প্রকারভেদ	২২
জাহেলিয়াত বৃদ্ধির কারণ	২২
জাহেলিয়াত অনুসরণের পরিণাম	২৮
জাহেলিয়াতের ধারক-বাহক	৩৩
দ্বিতীয় অধ্যায় **ধর্মীয় জাহেলিয়াত**	**৩৯**
শিরক	৪০
শিরক করার কারণসমূহ	৪৬
শিরকের শাস্তি	৫২
শিরক থেকে বাঁচার দুআ	৫২
ছোটো শিরক ও লোকদেখানো আমল থেকে বাঁচার দুআ	৫৪
বিদআত	৫৪
বিদআতের মাধ্যমে সাধিত বিষয়	৫৭
বিদআতের পরিণতি	৬২
জেনে-বুঝে হক গোপন	৬৪
দুনিয়াবি স্বার্থে দ্বীনি ইলম অর্জন	৬৪
কুসংস্কারে বিশ্বাস	৬৬

দৈনন্দিন জীবনে প্রচলিত কতিপয় ভ্রান্ত কাজ ও ধারণা	৬৯
পূর্বপুরুষদের অন্ধভাবে অনুসরণ	৭৩
দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি	৭৪
দ্বীনকে দলে দলে বিভক্ত করা	৭৫
রাসূল ﷺ-এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি	৭৭
কোয়ান্টাম মেথড : জাহেলিয়াতের নব্য সংস্করণ	৭৮
কোয়ান্টাম মেথড কেন ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক	৭৯
তৃতীয় অধ্যায় **সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সমাজ সম্পর্কিত জাহেলিয়াত**	**৮৩**
সভ্যতা-সংস্কৃতি কী	৮৩
আধুনিকতার নামে জাহেলিয়াত	৮৪
প্রযুক্তির ব্যবহারে জাহেলিয়াত	৮৫
প্রযুক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহারের উপায় ও মাধ্যম	৯০
মিডিয়ার জাহেলিয়াত প্রতিরোধে আলিম সমাজের দায়িত্ব	৯১
অপসংস্কৃতির অনুসরণ	৯২
বিধর্মীদের সাদৃশ্য গ্রহণ	৯৩
কৃত্রিম সৌন্দর্য জাহির করা	৯৫
দাড়ি না রাখা	৯৭
টাখনুর নিচে কাপড় পরা	১০০
শখের বশে কুকুর পোষা	১০১
কবরে পুষ্পাঞ্জলি, শ্রদ্ধাঞ্জলি, পুষ্পমাল্য অর্পণ	১০২
ছবিকে সম্মান জানানো	১০৪
মূর্তি, ভাস্কর্য তৈরি করা	১০৭
পাপাচারী ব্যক্তির অনুসরণ	১০৮
নিরপরাধ ব্যক্তিকে শাস্তিদান	১০৮
অপচয়-অপব্যয়	১০৯
সালাম ও মুসাফাহকেন্দ্রিক ভুলভ্রান্তি	১১১
ভ্রূণ হত্যা	১১৬

পিতা-মাতার অবাধ্যতা	১১৭
সন্তানকে সুসন্তান হিসেবে তৈরি করার উপায়	১২০
আখিরাতের চেয়ে পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার	১২০
আত্মসাৎ	১২১
মাদকদ্রব্য	১২৩
জুয়া ও লটারি	১২৭
জুয়া খেলার শাস্তি	১২৯
অশ্লীল গান-বাজনা	১৩০
যিনা-ব্যভিচার ও হারাম সম্পর্ক	১৩৩
যিনার শাস্তি	১৩৫
যিনাকারীকে বিয়ে করা মুমিনের জন্য হারাম	১৩৭
যিনা থেকে দূরে থাকার পুরস্কার	১৩৮
যিনা থেকে বাঁচার উপায়	১৩৮
চতুর্থ অধ্যায় **অর্থনৈতিক জাহেলিয়াত**	**১৪০**
সুদব্যবস্থা	১৪০
পুঁজিবাদ অর্থব্যবস্থা	১৪৪
জাকাতসংক্রান্ত জাহেলিয়াত	১৪৮
শ্রমের মূল্য আদায় না করা	১৫১
ঋণখেলাপি	১৫২
জবরদখল, জমি দখল	১৫৮
জনগণের অর্থ আত্মসাৎ	১৫৯
ঘুস আদান-প্রদান	১৬০
পঞ্চম অধ্যায় **আল কুরআনকে নিয়ে জাহেলিয়াত**	**১৬২**
কুরআনের বিভিন্ন সূরার মনগড়া ফজিলত	১৬২
কুরআন দিয়ে নানাবিধ অন্যায় কর্ম	১৬৪
কুরআনকে ঘিরে কতিপয় ভুল ধারণা	১৬৭

ষষ্ঠ অধ্যায় **নবি-রাসূলগণের জীবনী নিয়ে ভ্রষ্টতা**	**১৭৪**
আদম (আ.)-এর গন্ধম খাওয়া	১৭৫
আদম ও হাওয়া (আ.) এবং বিয়ের মহরানা	১৭৬
ময়ূর ও সাপের সাহায্য গ্রহণ	১৭৬
পৃথিবীতে অবতরণ	১৭৬
নুহ (আ.)-এর নৌকায় মলত্যাগ ও পরিষ্কারের ঘটনা	১৭৭
ইদরিস (আ.)-এর জান্নাতে যাওয়ার ঘটনা	১৭৭
শাদ্দাদের বেহেশত তৈরি বনাম জিবরাইল (আ.)-এর কান্না	১৭৮
আইয়ুব (আ.)-এর বালা-মুসিবত	১৭৮
দাউদ (আ.)-এর নামে কথিত কাহিনি	১৭৮
ইউসুফ (আ.) ও জুলেখার প্রেমকাহিনি	১৭৯
ইবরাহিম (আ.)-এর মেহমানদারি	১৮১
ইসমাইল (আ.)-এর কুরবানির ঘটনায় বাড়াবাড়ি	১৮১
সোলায়মান (আ.)-এর দাওয়াত	১৮২
জাকারিয়া (আ.)-এর নামে ছড়ানো মিথ্যা কাহিনি	১৮৩
রাসূল ﷺ সম্পর্কে প্রচলিত বানোয়াট কাহিনি	১৮৩
সাহাবি, তাবেয়ি ও নেককার লোকদের নামে চালানো মিথ্যাচার	১৮৯
সপ্তম অধ্যায় **আকিদা-বিশ্বাসে ভুলভ্রান্তি**	**১৯২**
ঈমান বিধ্বংসী ১০টি কারণ	১৯২
আল্লাহর নাম ও সিফাতের বিষয়ে মূলনীতি	১৯৪
আল্লাহ সম্পর্কে ভ্রান্ত আকিদা	১৯৫
অষ্টম অধ্যায় **ইবাদতকেন্দ্রিক ভুলভ্রান্তি**	**২০৪**
কোনো কাজ ইবাদত হিসেবে গণ্য হওয়ার মূলনীতি	২০৫
তাহারাতসংক্রান্ত ভুলত্রুটি	২০৭

মিসওয়াক, টুপি, পাগড়িবিষয়ক ভুলভ্রান্তি	২০৮
আজান ও ইকামতবিষয়ক ভুলভ্রান্তি	২০৮
মসজিদ-মাদরাসা প্রসঙ্গে বিভ্রান্তি	২০৮
সালাতবিষয়ক ভুলভ্রান্তি	২১০
দুআয় প্রচলিত বিভ্রান্তি	২১১
জিকির নিয়ে প্রচলিত বিভ্রান্তি	২১৪
দরুদের নামে জাহেলিয়াত	২১৬
নবম অধ্যায় **বিভিন্ন চাঁদের ফজিলতের নামে জাহেলিয়াত**	**২১৮**
মুহাররম মাস	২১৮
সফর মাস	২২১
রজব মাস	২২২
শাবান মাস	২২৩
রমজান মাস	২২৫
ঈদবিষয়ক কতিপয় ভুল	২২৭
দশম অধ্যায় **নামের ক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তি**	**২২৯**
আল্লাহর নামে বিকৃতি	২৩৩
একাদশ অধ্যায় **বিশ্বাস ও মতবাদগত জাহেলিয়াত**	**২৩৫**
সুফিবাদ	২৩৫
হুলুল বা অদ্বৈতবাদ	২৩৬
‘ধর্ম যার যার উৎসব সবার’ ধারণায় বিশ্বাস করা	২৩৭
শনির দশায় বিশ্বাস করা	২৩৯
দশ যেখানে আল্লাহ সেখানে, এ কথা বিশ্বাস করা	২৩৯
ধর্মের বাপ, মা, ভাই, বোন ইত্যাদিতে বিশ্বাস	২৩৯

দ্বাদশ অধ্যায় **পরিভাষাগত জাহেলিয়াত**	**২৪১**
বান্দাকে গাউসুল আজম বলা	২৪১
কবরকে মাজার বা দরগা বলা	২৪১
জান্নাতুল বাকী বলা	২৪১
মা ফাতিমা বলা	২৪২
মৃত্যুঞ্জয়ী বলা	২৪৩
মৃত্যুর ফেরেশতাকে আজরাইল বলা	২৪৪
ত্রয়োদশ অধ্যায় **কবিতা, গজলে ভ্রান্ত বার্তা**	**২৪৫**
শেষ কথা	২৫১
গ্রন্থপঞ্জি	২৫২

প্রথম অধ্যায়

জাহেলিয়াত পরিচিতি

الجاهلية (আল জাহেলিয়াত) শব্দটি এসেছে الجهلة থেকে। الجاهل-এর সাথে তাশদিদযুক্ত 'ইয়া' যুক্ত করে জাহেলিয়াত গঠন করা হয়েছে। এর অর্থ— অজ্ঞতাপূর্ণ কাজ, To act stupidly, অন্ধকারাচ্ছন্নতা, অজ্ঞতা (Ignorance), অজ্ঞানতা, ভ্রষ্টতা, মূর্খতা, সঠিক জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি। এর আরেক অর্থ—প্রাক ইসলামি যুগে আরবদের অবস্থা।[১] কেননা, প্রাক ইসলামি যুগে আরব মুশরিকদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার সাথে ওহির কোনো সম্পর্ক ছিল না। মানুষ সার্বিকভাবে ছিল প্রবৃত্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আর জাহেলিয়াত বলতে মূলত আল্লাহ, নবি-রাসূল ও শরিয়াহ সম্পর্কে অজ্ঞতাকেই বোঝায়।[২]

মুফতি আমিমুল ইহসান *কাওয়াইদুল ফিকহ* গ্রন্থে জাহেলিয়াতের পরিচয় এভাবে তুলে ধরেছেন—

هی مدة الفقرة التي كانت بين عيسي عليه السلام و بين بعثه النبي (صلی) و قيل ما قبل فتح مكة-

'ঈসা (আ.) থেকে শুরু করে মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত মাঝখানের সময়কালকে জাহেলিয়াত বলা হয়। কেউ কেউ মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়কালকে বুঝিয়ে থাকেন।'[৩]

পবিত্র কুরআন মাজিদে জাহেলিয়াত শব্দের প্রয়োগ

পবিত্র কুরআন মাজিদে জাহেলিয়াত শব্দটি মোট চারবার উল্লেখিত হয়েছে। যথা : সূরা আলে ইমরান : ১৫৪, সূরা মায়েদা : ৫০, সূরা আহজাব : ৩৩ এবং সূরা ফাতাহের ২৬ নম্বর আয়াতে।

১. সূরা আলে ইমরানের ১৫৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ-

'আল্লাহ সম্পর্কে তাদের ধারণা মূর্খদের মতো।'

অর্থাৎ, আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকাই জাহেলিয়াত। আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব—কথাটিকে অন্যভাবে বলা হলে তা হবে—'তারা আল্লাহ সম্পর্কে সত্য বা মিথ্যা ধারণা পোষণ করে।'

আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা দুভাবে হতে পারে।

---

১ *লিসানুন আরব*

২ *আল কুরআনুল কারিম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, তৃতীয় খণ্ড, পৃ.-১০২

৩ *আল কুরআনুল কারিম, সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, তৃতীয় খণ্ড, পৃ.-১০২

ইতিবাচক অর্থে। যেমন :

- কিছু লোক মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করার পাশাপাশি তাঁর সাথে আবার অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করে। এ বিষয়টি উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

  'অধিকাংশ মানুষ আল্লাহতে বিশ্বাস করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে।' সূরা ইউসুফ : ১০৬

- মক্কার মুশরিকরা কাবা ঘরে ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করে তার মাধ্যমে তারা আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের চেষ্টা করত। তারা ভাবত—এগুলো তাদের সহায় হবে, সাহায্য করবে।[৪]
- মুশরিকরা বিশ্বাস করত, পাথরের মূর্তিগুলোর ইবাদত করলে সেগুলো তাদের আল্লাহর প্রিয়পাত্র করে দেবে।[৫] এ মূর্তিগুলো তাদের হয়ে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে।[৬] অথচ এগুলো শাফায়াতের ক্ষমতা রাখে না।[৭]
- তারা বলত, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।[৮] এজন্যই তারা ফেরেশতাকে মনে করত আল্লাহর কন্যা।[৯] অথচ সন্তান গ্রহণ করা মহান আল্লাহর জন্য শোভনীয় নয়। তিনি এর থেকে পবিত্র ও মহিমাময়।
- ইহুদিরা উজায়ের (আ.)-কে ইবনুল্লাহ বা আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করত।[১০] খ্রিষ্টানরা ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র ও মারইয়াম (আ.)-কে আল্লাহর স্ত্রী মনে করত।[১১]

এভাবেই তারা আল্লাহ সম্পর্কে জাহেলি ধারণা পোষণ করে থাকে।

নেতিবাচক অর্থে। যেমন :

আল্লাহর অস্তিত্বেই বিশ্বাস না করা—যাকে কুফর বলা হয়। সোজা কথায় নাস্তিকতা। কেননা, নাস্তিকরা বিশ্বাস করে—'সৃষ্টিকর্তা বলে কেউ নেই।'

১. সূরা মায়েদার ৫০ নম্বর আয়াতে ওহির বিধানকে অগ্রাহ্য করাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তিরস্কার করে বলেছেন—

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ-

'তারা কি জাহেলি যুগের বিধিবিধান তালাশ করে? দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ ছাড়া উত্তম বিধান দানকারী আর কে আছে?'

---

[৪] সূরা মারইয়াম : ৮১
[৫] সূরা জুমার : ৩
[৬] সূরা ইউনুস : ১৮
[৭] সূরা জুখরুফ : ৮৬, সূরা রূম : ১৩
[৮] সূরা বাকারা : ১১৬, সূরা সাফফাত : ১৫১-১৫২, সূরা ইউনুস : ৬৮, সূরা বনি ইসরাইল : ৪০
[৯] সূরা জুখরুফ : ১৯
[১০] সূরা তাওবা : ৩০
[১১] সূরা তাওবা : ৩০

ওহির বিধানকে অগ্রাহ্য করে তার স্থানে অন্য বিধান তৈরির প্রবণতা একধরনের জাহেলিয়াত।

২. সূরা আহজাবের ৩৩ নম্বর আয়াতে বেপর্দাভাবে চলাফেরা করাকে আল্লাহ জাহেলিয়াতের সাথে তুলনা করেছেন—

وَ قَرۡنَ فِیۡ بُیُوۡتِکُنَّ وَ لَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ الۡجَاهِلِیَّۃِ الۡاُوۡلٰی وَ اَقِمۡنَ الصَّلٰوۃَ وَ اٰتِیۡنَ الزَّکٰوۃَ وَ اَطِعۡنَ اللّٰهَ وَ رَسُوۡلَهٗ ؕ اِنَّمَا یُرِیۡدُ اللّٰهُ لِیُذۡهِبَ عَنۡکُمُ الرِّجۡسَ اَهۡلَ الۡبَیۡتِ وَ یُطَهِّرَکُمۡ تَطۡهِیۡرًا-

'তোমরা ঘরের ভেতর অবস্থান করবে। জাহেলি যুগের মতো নিজেদের প্রদর্শন করবে না। সালাত কায়েম করবে, জাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে। হে নবি পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদের পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে।'

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয়—ঘরের বাইরে নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শন, অশ্লীলতার প্রসার, সালাত আদায় না করা, জাকাত না দেওয়া, তাওহিদে বিশ্বাসী না হওয়া, রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য থেকে বিমুখ হওয়া, দ্বীন থেকে গাফেল হওয়া ইত্যাদি জাহেলিয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

৩ . সূরা ফাতহের ২৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা গর্ব, অহংকার ও অহমিকা প্রকাশ করাকে জাহেলিয়াতের সাথে তুলনা করেছেন—

اِذۡ جَعَلَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا فِیۡ قُلُوۡبِهِمُ الۡحَمِیَّۃَ حَمِیَّۃَ الۡجَاهِلِیَّۃِ فَاَنۡزَلَ اللّٰهُ سَکِیۡنَتَهٗ عَلٰی رَسُوۡلِهٖ وَ عَلَی الۡمُؤۡمِنِیۡنَ وَ اَلۡزَمَهُمۡ کَلِمَۃَ التَّقۡوٰی وَ کَانُوۡۤا اَحَقَّ بِهَا وَ اَهۡلَهَا ؕ وَ کَانَ اللّٰهُ بِکُلِّ شَیۡءٍ عَلِیۡمًا-

'কাফিররা যখন তাদের অন্তরে পোষণ করেছিল গোত্রীয় অহমিকা— অজ্ঞতার যুগের অহমিকা, তখন আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুমিনদের ওপর স্বীয় প্রশান্তি নাজিল করলেন এবং তাঁদের তাকওয়ার কালিমায় সুদৃঢ় করলেন। বস্তুত তাঁরাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আর আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।'

এই আয়াতের বক্তব্য অনুযায়ী পারস্পরিক বংশীয় অহমিকা ও অন্যকে হেয় করা জাহেলিয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

মোটকথা জাহেলিয়াত হলো—

১. অন্ধকারাচ্ছন্নতা, বর্বরতা, হীনতা, নীচতা, মূর্খতা, অজ্ঞতা, ভ্রষ্টতা, সঠিক জ্ঞানের অভাব।

২. শিরক, বিদআত, অন্যায়, অবিচার, হারাম ও নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ডসমূহ।

৩. কুরআন-সুন্নাহর মাপকাঠিতে আমলযোগ্য নয়; এমন সব কর্মকাণ্ড, আচার-আচরণ, সভ্যতা-সংস্কৃতি ইত্যাদি।

৪. আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকা, ওহির বিধানকে অগ্রাহ্য করে তার স্থানে অন্য কোনো বিধান ও নীতিমালা তৈরি করা, ঘরের বাইরে নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করা, অশ্লীলতার প্রসার ঘটানো এবং দ্বীন থেকে গাফেল হওয়া।

৫. কুরআন-সুন্নাহতে বর্ণিত আকিদা-বিশ্বাস ও সৎকর্মের বিরোধিতা করে এমন সব কর্মকাণ্ডও জাহেলিয়াত। কেননা, কোনো কিছু হকের বিরোধী হলে তা বাতিল বলেই গণ্য।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন—

> 'আল্লাহই তোমাদের প্রকৃত পালনকর্তা। সত্য প্রকাশের পর গোমরাহি ছাড়া আর কী থাকে? তাহলে তোমরা কোথায় ঘুরছ?' সূরা ইউনুস : ৩২

বর্তমান অবস্থা কি জাহেলিয়াত

জাহেলিয়াত কোনো নির্দিষ্ট যুগ বা কালের নাম নয়; বরং মূর্তিপূজা, ব্যভিচার, অন্যায়-অত্যাচার, নির্লজ্জতা, বর্বরতা; অশ্লীলতা, অশালীন নাচ-গান, ভোগবাদ, জুলুম-নিপীড়ন, মানবতার চরম অবক্ষয় ইত্যাদি যে যুগেই পাওয়া যাবে, যে সমাজেই ঘটবে, তা-ই জাহেলিয়াত বলে গণ্য হবে।

জাফর (রা.) নাজ্জাশির দরবারে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তাতে জাহেলিয়াত শব্দ উল্লেখ করে তিনি এসব অন্যায়-অনাচারকেই বুঝিয়েছিলেন।[১২]

তাই সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের নানান দিক বিবেচনা করে দেখা যায়, আইয়ামে জাহেলিয়াতের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নব্য সংস্করণে মানুষের চরিত্রে গভীরভাবে দানা বেঁধে আছে। এমন কোনো অন্যায় ও অশ্লীল কাজ নেই, যা বর্তমানে হচ্ছে না; বরং এমন অনেক কাজই এখন হচ্ছে, যা প্রাক ইসলামিক জাহেলি যুগেও হয়নি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের রেখে গেছেন একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের ওপর, যা রাত-দিনের মতোই সমুজ্জ্বল। তিনি বলেছেন—

> 'আমি তোমাদের রেখে যাচ্ছি এক আলোকিত দ্বীনের ওপর, যা রাত-দিনের মতোই (উজ্জ্বল)। আমার পরে নিজেকে ধ্বংসকারীই কেবল এ দ্বীন ছেড়ে বিপথগামী হবে। তোমাদের মধ্যে যে বেঁচে থাকবে, সে অচিরেই অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। অতএব, তোমাদের ওপর আমার আদর্শ এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শ অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য। তোমরা তা শক্তভাবে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকবে।'[১৩]

---

[১২] *আল কুরআনুল কারিম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, তৃতীয় খণ্ড, পৃ.-১০২

[১৩] ইবনে মাজাহ : ৪৩